দৈনিক জনকণ্ঠ

APR 11 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

জাপান মানব উন্নয়ন সংস্থা নামে এক ভুয়া এনজিও কুড়িগ্রামের বিভিন্ন মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগের চিঠি পাঠিয়েছে

কুড়িগ্রাম, ১০ এপ্রিল, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ ঢাকাস্থ 'জাপান মানব উন্নয়ন সংস্থা' নামে একটি বেসরকারী সংস্থা দেশের প্রতিটি মাদ্রাসায় 'ইসলামিক ধর্ম শিক্ষা কেন্দ্র' চালু করার নামে শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের জন্য চিঠি পাঠিয়েছে। কুড়িগ্রাম জেলার বিভিন্ন মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এসব চিঠি পেয়ে বিভ্রান্তিতে পড়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোন কোন মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষ ঐ চিঠিটি জাপান সরকারের অনুমোদন ভেবে শিক্ষক নিয়োগের নামে হাজার হাজার টাকা আদায় করছে। আলীয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ঐ চিঠিটি ভুয়া কোন প্রতিষ্ঠানের মনে করে সরকারকে তদন্ত করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

শিক্ষকরা বিভ্রান্ত

জানা গেছে, 'জাপান মানব উন্নয়ন সংস্থা'র প্রকল্প পরিচালক সৈয়দ জাহাঙ্গীর দেশের প্রতিটি মাদ্রাসায় একটি করে চিঠি পাঠিয়েছে। জাপান মানব উন্নয়ন সংস্থা (হাউস-৩৮৫ (নিচ তলা), পূর্ব রামপুরা, ঢাকা-১২১৯)-এর পক্ষ থেকে একটি প্যাড [যার স্মারক নং ৩৮৯/০৩ (১০৬)] চিঠি দেয়া হয়েছে। চিঠিতে লেখা আছে, আন্তর্জাতিক ইসলামী বেসরকারী ঐ সমাজ উন্নয়ন' প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সরকারের একটি অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান। ঐ প্রতিষ্ঠানটি দাতা দেশ ও সংস্থার অনুদানে প্রথম পর্যায়ে দেশের কয়েকটি জেলায় গবঃ রেজিস্ট্রিকৃত ইবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোকে পাঁচ বছরের জন্য 'ইসলাম ধর্ম শিক্ষা প্রকল্প' হিসাবে গ্রহণ করেছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় আপনার মাদ্রাসাটি 'ইসলামী ধর্ম শিক্ষা কেন্দ্র' হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তাদের প্রত্যেককে এক হাজার ছয় শ' টাকা করে সম্মানি ভাতা দেয়া হবে। চিঠিতে আরও উল্লেখ আছে, জরুরী ভিত্তিতে শিক্ষক/শিক্ষিকা বাছাই করে আগামী ৭-৪-০২ তারিখের মধ্যে ৩০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফটসহ রেজিস্ট্রি ডাকে 'জাপান মানব উন্নয়ন সংস্থা'র ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ করেছে। গত ১৮ মার্চ প্রেরিত ঐ চিঠি জেলার বিভিন্ন মাদ্রাসায় পাওয়ার পর মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ বিভ্রান্তিতে পড়ে। কেউ কেউ জাপান সরকারের সাহায্যপুষ্ট সংস্থা পেতেই শিক্ষক নিয়োগের তিন শ' টাকার ব্যাংক ড্রাফট পাঠাচ্ছে বলে একাধিক সূত্র জানিয়েছে। এ ব্যাপারে কুড়িগ্রাম আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মোজাম্মেল হক জানান, আসলে 'জাপান মানব উন্নয়ন সংস্থা' বলে দেশে কোন প্রতিষ্ঠান নেই। এসব ভুয়া কিছু লোকের কারসাজি। ইতোমধ্যে অনেক মাদ্রাসা শিক্ষক নিয়োগের নামে হাজার হাজার টাকা তোলা শুরু করেছে। তিনি সরকারের উচ্চ পর্যায়ে ও ঢাকাস্থ জাপানী দূতাবাস কর্তৃপক্ষকে তদন্ত করার অনুরোধ করেন।